সংবাদ

তারিখ 25 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

দেশের প্রধান সরকারি কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম সঙ্কটে পড়েছে

রাশেদ মেহেদী ঃ তীব্র শিক্ষক সঙ্কট, অপর্যাপ্ত ক্লাসরুম, কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বল্পতা, অপ্রাসনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, অনিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা গ্রহণ- সব মিলিয়ে সারাদেশের প্রধান ৬৪টি সরকারি কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এসব কলেজের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার দেড় বছরেও কোন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়নি। ফলে এসব কলেজের সার্বিক কার্যক্রম ক্রমাগত ধ্বংস হতে চলেছে। শিক্ষা অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এই ৬৪টি কলেজে শিক্ষা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

শিক্ষা ঃ কার্যক্রম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রায় সাড়ে ৩ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ৬০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক হিসাবে এসব কলেজে শিক্ষক সংখ্যা হওয়ার কথা প্রায় ৬ হাজার। কিন্তু বাস্তবে এসব কলেজে মাত্র ৩ হাজার ১শ' ২৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রায় প্রতি কলেজে ১শ' ১৫ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক আছেন। কলেজভেদে এই চিত্র আবার আলাদা। দু'একটি কলেজে এই চিত্র প্রায় ১শ' জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক রয়েছেন। জানা গেছে, প্রায় ১ যুগ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক শিক্ষক আছেন। এছাড়া এসব কলেজে মোট চাহিদার মাত্র ৪৫ ভাগ ক্লাসরুম আছে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সুবিধা আছে মাত্র ১৫ ভাগ।

এসব কলেজে বছরে ক্লাস হয় গড়ে ৬০ থেকে ৭০ দিন। সাপ্তাহিক ৫২ দিন সরকারি ছুটি, সরকারি অন্যান্য ছুটি ৮৫ দিন- সব মিলিয়ে সরকারি ছুটির জন্য ১শ' ৩৭ দিন ক্লাস বন্ধ থাকে। এছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য কলেজ বন্ধ থাকে আরও প্রায় ১শ' ৪০ দিন। সব মিলিয়ে ২শ' ৭৭ দিন এসব কলেজে ক্লাস হয় না। এর বাইরে হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও বন্ধ হয়ে যায় এসব কলেজ। যে কারণে আরও ক্লাস কম হয়।

শিক্ষক সংগঠনের নেতারা জানান, শিক্ষকস্বল্পতা, লাইব্রেরি রুম না থাকা, ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকার কারণে এসব কলেজে মানসম্পন্ন শিক্ষা দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী এসব কলেজে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যাও অপ্রতুল। যেমন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে মাত্র ৩৮ জন স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন। বগুড়ার সরকারি আথিযুল হক কলেজের প্রায় প্রতিটি বিভাগের জন্য মাত্র ১ জন করে কর্মচারী আছেন। দু'একটি বিভাগে ২ থেকে সর্বোচ্চ ৪ জন কর্মচারী আছেন। এই হিসাবে এই কলেজের ২ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা মাত্র ৪২ জন। সূত্র জানায়, যে সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকা দরকার তার মাত্র ৩০ ভাগ বর্তমানে নিয়োগ দেয়া আছেন স্থায়ীভাবে। ২০ ভাগ নিয়োগ দেয়া হয়েছে অস্থায়ী ভিত্তিতে। বাকি ৫০ ভাগ সম্পূর্ণ খালি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এসব কলেজের মধ্যে ৮টি কলেজ ছাড়া বাকি কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে না। শিক্ষক নেতারা জানান, প্রায় কোন কলেজেই নিয়মিত ক্লাস হয় না ক্লাসরুম সঙ্কট এবং শিক্ষক সঙ্কটের কারণে। ফলে এসব কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বাজারে প্রচলিত নোট বইয়ের ওপর নির্ভর করে, মূল বইয়ের কাছাকাছি তারা আসতে পারে না।

এসব কলেজের আবাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা গেছে, অধিকাংশ কলেজে ১টির বেশি হল নেই। শিক্ষা অধিদপ্তরের সূত্র অনুযায়ী মোট ছাত্র শিক্ষকের মাত্র ১৫ ভাগ আবাসন ব্যবস্থা বর্তমানে দেয়া হচ্ছে। এসব কলেজের মধ্যে ৩৮টি কলেজের নিজস্ব কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই।

সরকারি বিধি অনুযায়ী তারা বদলি হননি। তারা জানান, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি বন্ধ না হলে শিক্ষকের প্রকৃত চাহিদা যেমন নিরূপণ সম্ভব হবে না, তেমনি শিক্ষক সঙ্কটও দূর হবে না।

পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, ছাত্র হল না থাকার ব্যাপারে শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানায়, কোন্ কলেজে কতটা উন্নয়ন প্রয়োজন তার প্রকৃত তথ্য কখনই পাওয়া যায় না। এ কারণে কোন বাস্তবসম্মত ব্যবস্থাও নেয়া যায় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এ ব্যাপারে জানায়, উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ এমনিতেই খুব কম থাকে, যেটুকু বরাদ্দ হয় তার পুরোটাই লোপাট হয়ে যায় বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতির মাধ্যমে। ফলে কাগজ-কলমে বিভিন্ন কলেজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের খতিয়ান থাকলেও বাস্তবে তা হয় না।

এ ব্যাপারে বর্তমানে কর্মরত কয়েকজন শিক্ষক জানান, আসলে এসব কলেজে বাস্তবে শিক্ষা কার্যক্রম প্রায় না থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের পাস করতে সমস্যা হয় না। এমনকি প্রথম শ্রেণীও পাচ্ছে উল্লেখযোগ্য হারে।